بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৯ ডিসেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সম্মান লাভ করলো মজলিস আনসারুল্লাহ্ যুক্তরাষ্ট্র

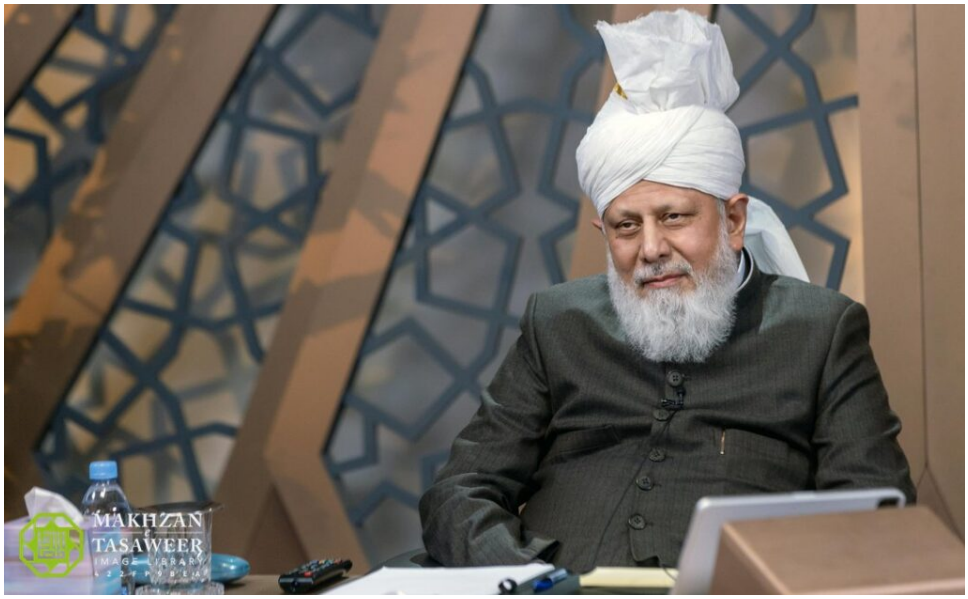

বিস্তৃত পরিসরে প্রশাসনিক ও ধর্মীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন হুযূর আকদাস

৪ ডিসেম্বর ২০২১, মজলিস আনসারুল্লাহ্ (চল্লিশোর্ধ্ব আহমদী পুরুষদের অঙ্গ-সংগঠন) যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (কার্যনির্বাহী পরিষদ)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল অনলাইন সভায় মিলিত হন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ স্টুডিও থেকে সভায় সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলার (কার্যনির্বাহী পরিষদের) সদস্যগণ যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে অবস্থিত বায়তুর রহমান মসজিদ কম্প্লেক্স থেকে যোগদান করেন।

সভায় হুযূর আকদাস উপস্থিত সকলের সঙ্গেই কথা বলেন এবং আনসারুল্লাহ্ আমেলার সদস্যগণের ওপর অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্বের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাদের নিজ নিজ বিভাগীয় কর্মকাণ্ডের উন্নতির বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

৪০-৫৪ বছর বয়সী আনসারদের দায়িত্বে নিয়োজিত নায়েব সদর সফে দওম-এর সঙ্গে কথা বলার সময় হুযূর আকদাস শরীরচর্চার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন যে, সফে দওমের অর্ন্তভুক্ত আনসার সদস্যদের নিয়মিত শরীরচর্চা করা এবং পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্য সম্ভব হলে সাইকেল ব্যবহার করে কাজে যাওয়া উচিত।

অপর এক আমেলা সদস্যের সঙ্গে কথা বলা সময় হুযূর আকদাস, চাকরির খোঁজে সংগ্রামরত আহমদী বিশেষ করে শরণার্থীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। হুযূর আকদাস বলেন যে, যেসকল আহমদীর নিজস্ব ব্যবসা আছে তাদের সঙ্গে উক্ত ব্যক্তিদের যুক্ত করে দেয়া উচিত যেন তারা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারেন।

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কায়েদ তরবিয়তকে সম্বোধন করে হুযুর (আই.) প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে, একজন মুসলিমের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায আবশ্যকীয় এবং এর চেয়ে কম আদায় করা কেনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

ইবাদতের তাৎপর্য উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আনসারুল্লাহ্‌র বয়সে উপনীত হওয়ার পর, তাদের অন্যান্য যেকোনো কিছুর চেয়ে অধিক মহান আল্লাহ্ তা’লাকে স্মরণ করা উচিত।”

সভা চলাকালীন প্রচারের কাজে নিয়োজিত কায়েদ তবলীগ উল্লেখ করেন যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তবলীগ করলে মানুষজন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতাকে গালমন্দ করতে পারে, এই ভয়ে মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র কিছু সদস্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার কাজে অংশগ্রহণ করছেন না।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এমনকি যদি একজন ব্যক্তিও সঠিক পথে পরিচালিত হয়, তাহলেও আপনি আপনার উদ্দেশ্য অর্জন করতে পেরেছেন। সুতরাং, এই ভয়ে আপনার তবলীগ বন্ধ করে দেওয়া উচিত নয়। এমন অনেক লোক আছে যারা সকাল থেকে সন্ধ্যা সারাক্ষণ আমাদের গালমন্দ করে যাচ্ছে। যদি আপনি পাকিস্তানে যান তাহলে অ-আহমদী মসজিদ থেকে আহমদীদের বিরুদ্ধে কেবল নোংরা শব্দ ও গালি শুনতে পাবেন। তাহলে এই কারণে কি আমাদের কাজ করা বন্ধ করে দেয়া উচিত? অতএব এটি কোনো বৈধ অজুহাত নয়... আমরা জানি না এই কোভিড মহামারি কতদিন পর্যন্ত বিদ্যামান থাকবে। তাই এই কারণে আমরা আমাদের কাজ বন্ধ করে দিতে পারি না। আমাদেরকে বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নতুন উপায়-উপকরণের অন্বেষণ করতে হবে।"

হুযুর আকদাস (আই.)-কে একজন অংশগ্রহণকারী প্রশ্ন করেন কীভাবে সদস্যদেরকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কার্যক্রমে আরও অধিক সক্রিয় করে তোলা যায়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"দেখুন এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আমরা তাদেরকে বাধ্য করতে পারি না। তাদের বিশ্বাসের মানের ওপর এটি নির্ভর করে এবং বিশ্বাসের মানের ক্রমান্নতি ঘটানো সেক্রেটারি তরবিয়তের দায়িত্ব। তার এবং সকল স্থানীয় সেক্রেটারি তরবিয়তের উচিত সদস্যদের পথপ্রদর্শনের চেষ্টা করা । এর জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সুতরাং, আমরা এগুলো করতে পারি। আমরা মানুষকে বাধ্য করতে পারি না। এটি তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদি আপনাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়, যদি আপনারা বিশ্বাস করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিশ্রুত মসীহ মওউদ (আ.) প্রতিষ্ঠিত প্রতিশ্রুত জামা'ত, তখন একবার এই বিষয়টি উপলব্ধি করলে তারা সক্রিয় হয়ে উঠবে।"